নান্দনিকতা

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর–যে মানুষ কেবল তার পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।' বিশ্ব কবির এই কথা একটা সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে–সৌন্দর্য আপেক্ষিক, স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে তা বদলে যেতে পারে।

সৌন্দর্য নিয়ে নানা যুগে নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, বিভিন্ন মণীষী এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। কাজেই, সৌন্দর্য বিষয়ক জ্ঞান চর্চার ইতিহাসও দীর্ঘ। এই সৌন্দর্য বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের নাম দেয়া হয়েছে 'নন্দনতত্ত্ব'। ইংরেজী দঅবংঃযবঃরপঃ থেকে বাংলায় 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটির প্রথম ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথের। বস্তুত, নান্দনিক ভাবনা, অর্থাৎ সৌন্দর্য চিন্তা থেকে এমন এক বিশেষ জ্ঞানের উদ্ভব।

নন্দনতত্ত্বকে বলা হয় ইন্দ্রিয়গত বোধ বা উপলব্ধির বিজ্ঞান। চোখ, মন ও আবেগ না থাকলে এ জগতের রস আস্বাদন অসম্ভবই বলা চলে। দৃষ্টির বৈভব দিয়ে সুন্দরের অতলে হারিয়ে যেতে পারে মানুষ। দৃষ্টির এই বৈভব মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, প্রভাবিত করে তার জ্ঞানকে। এভাবে মানুষের মধ্যে জেগে উঠে নান্দনিকতা।

কিন্তু নান্দনিকতাকে ব্যাখ্যা করা বড্ড কঠিন। অনেকটা ব্যাখ্যাতীতও বটে। তবে, সৌন্দর্যের স্বরূপ বা আবাসকে যে সব বিষয় বা অবস্থার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায় সেগুলোর মধ্য দিয়ে নান্দনিকতাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, হয়তো উদ্ধারও করা যেতে পারে সৌন্দর্যের একটা অবয়ব।

■ নান্দনিকতার মাপকাঠি নেই ঃ

আবারো রবীন্দ্রনাথ-এ ফিরে যাই। বিশ্ব কবি লিখেছেন, 'যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্য জ্ঞানের আজ পর্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না।' রবি ঠাকুরের এই আক্ষেপ সৌন্দর্যকে হয়তো বুঝতে না পারার, কিংবা অনুভব করেও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থতার। আসলে নান্দনিকতা যতটা অনুভবের, ততটা প্রকাশের নয়। অস্তায়মান সূর্য কিংবা জোসনা রাতে প্রকৃতির চির কাব্যময়তা যতটা অনুভব করা যায়, ততটা প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

■ নান্দনিকতা অন্তরের বিষয় ঃ

বলা হয় যে, সৌন্দর্য থাকে মনে, বস্তুর মধ্যে নয়। আমরা যাকে অন্তর, মন, হৃদয় বা আত্মা বলে থাকি, তা-ই খুঁজে বের করে নান্দনিকতা। যার মন:চক্ষু যতটা গভীরভাবে দেখবে, তিনি ততটা সৌন্দর্য উপলব্ধি করবেন। নিষ্ঠুর বিভীষিকার মাঝেও কেউ চাইলে খুঁজে নিতে পারে নান্দনিকতা। ইতিহাসের পাতায় দেখি–রোম পুড়ে যাচ্ছে, নীরো বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। আগুনের প্রজ্জ্বলিত শিখা রাজার মধ্যে বাঁশীর প্রেরণা জাগিয়ে তোলে।

■ নান্দনিকতার আধার প্রকৃতি ও শিল্প ঃ

মানুষ সৌন্দর্য খুঁজে মূলত: দু'জায়গায়–প্রকৃতি ও শিল্পে। প্রকৃতির সবই সুন্দর। পাহাড়, বনভূমি, সমুদ্র, আকাশ–প্রকৃতির এসব উপাদানে মানুষ চিরকাল সৌন্দর্যকে বোধ করে এসেছে, বারে বারে বহু অবয়বে আবিষ্কার করেছে। নিসর্গের এই রূপ-শোভা অনাগতকাল ধরে নান্দনিকতার আধার হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, এই প্রকৃতিকে ভিত্তি করে নিজের অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্যের আরেক আধার হলো শিল্প। কুমার স্বামী লিখেছেন, প্রেমের সত্যতা যেমন শুধু প্রেমিকই অনুভব করতে পারে, বস্তুর নিত্যতা-অনিত্যতা যেমন দার্শনিকরাই বুঝতে পারে, ঠিক তেমনই সৌন্দর্যের সত্যতা শুধু শিল্পী বা শিল্প রসিকদের কাছে প্রতিভাত হয়। তবে, শিল্প সৃষ্টি বা শিল্প রসিক না হলেও একজন মানুষ নান্দনিক হতে পারেন যদি তিনি প্রকৃতি বোঝেন এবং সেখানে সুন্দর খুঁজেন।

■ সুশৃঙ্খলা–নান্দনিকতার শর্ত ঃ

জগতের সব কিছুতে একটা শৃঙ্খলা বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায়, এই শৃঙ্খলা আছে বলে জগৎ সংসার এত সুন্দর, এত নান্দনিক। প্রকৃতিই এই শৃঙ্খল তৈরী করে দেয়। এই শৃঙ্খল ভাঙলে ভেঙ্গে পড়ে সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্নতা। হয়তো এই উপলব্ধি থেকে বাংলায় প্রবাদও চালু হয়েছে–বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

■ তুল্যতা–নান্দনিকতার আরেক শর্ত ঃ

বিচিত্র-অবিচিত্র, সম-বিসম দু'ই মিলে তৈরী হয় সুন্দর। সুন্দরের বিপরীতে খারাপ, কুতসিৎ, মন্দ, অসুন্দর ইত্যাদি বিষয় কাজ করে। দু'টো বস্তু যদি সমরূপ হয়, তাহলে বলা যাবে না কোনটা সুন্দর। ঠিক সুন্দরকে ধরে অসুন্দর বা অসুন্দরকে ধরে সুন্দরের বিচার করা হয় না, সৌন্দর্য নির্ণীত হয় তুল্যতায়। আবারও বলা যায়, এটা পরিমাপের কোনো মাপকাঠি নেই। তবে, বিষম অবস্থানে কোনো বস্তুর সৌন্দর্য বা অসুন্দর নির্ণয় করার চেষ্টা অধিকতর সহজ।

■ নারী–সৌন্দর্যের আরেক আধার ঃ

মানুষ প্রকৃতিরই সৃষ্টি। বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃতির যে রূপ, মানুষ তার আহরক। মানুষের মধ্যেও সুন্দরের আবাস রয়েছে। অর্থাৎ, যে মানুষ সৌন্দর্য খুঁজে ফেরে, সে নিজেই পুনরায় সৌন্দর্যের আধার। মানুষের মধ্যে নারীর সৌন্দর্য নিয়ে যুগে যুগে বহু শিল্প- সাহিত্য রচিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীই মুগ্ধ হয়েছে আরেক নারীর সৌন্দর্যে। তাই বলে পুরুষের মধ্যে যে সৌন্দর্য নেই তা বলা যাবে না। তবে, প্রকৃতির নিয়মেই হোক আর তীব্র পুরুষতন্ত্রের ধারাবাহিকতা চর্চায় হোক–সৌন্দর্যের দেবী হিসেবে নারীরা পূজিত হয়ে আসছে। হয়তো এ কারণে পৃথিবীর মহৎ সাহিত্য বা বিখ্যাত শিল্পকর্মে নারীর সরব পদচারণা লক্ষ্য করা যায়।

■ স্থান-কাল-পাত্রভেদে সৌন্দর্য বদলায় ঃ

যে সমুদ্র আজ আমাকে এত টানে, আমার কোনো প্রিয়জনের বিয়োগান্ত ঘটনার পর তা আর সমানভাবে টানবে না। অনেক বিখ্যাত মানুষকে জীবনের শেষ বেলায় আক্ষেপ করতে দেখা গেছে, 'যৌবনের রঙিন আলোয় যাকে আমি সুন্দর দেখেছিলাম, বার্ধ্যক্যে তাকে সুন্দর মনে

হয়নি।' এই প্রসঙ্গে আমরা দার্শনিক সক্রেটিসের উক্তিটিও স্মরণ করতে পারি–'সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী।' চিড়িয়াখানায় আমরা অনেক বন্য প্রাণীকে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় দেখি। বনে-জঙ্গলে এদের যে রূপ-বৈচিত্র তা নিশ্চয়ই ঐ খাঁচায় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, স্থানভেদেও সৌন্দর্য বদলায়।

■ সত্য ও নান্দনিকতা ঃ

কবি জন কীটস-এর একটা উক্তি দিয়ে শুরু করা যায়। তিনি বলেছেন, দঞৎঁঃয রং নবধঁঃু, নবধঁঃু রং ঃৎঁঃয্ কাজেই, নন্দনতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা হলো সত্য। সত্য সব সময় সুন্দর, মিথ্যা নয়। তবে, অনেক মিথ্যা আবার সত্যকে বুঝতে সহায়তা করে। যেমন, শিল্পকর্ম। যে শিল্প এত সুন্দর তা তো সত্য নয়, সত্যকে ফুটিয়ে তোলার, বোধগম্য করার একটা কৌশলমাত্র। পিকাশো হয়তো এ কারণে বলেছেন, `Art is not truth. It is a lie that makes us realise truth.'

■ দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে সৌন্দর্য ঃ

নান্দনিকতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সহজে দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে, আটকে রাখে এবং মনকে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য, দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে বলে গায়ক গেয়ে উঠেন, 'পড়ে না চোখের পলক, কী তোমার রূপের ঝলক।' ফুল, পাখি, পাহাড়, সমুদ্র, জোসনা, চমৎকার কোনো শিল্পকর্ম সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে, কেননা এগুলোর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায় দৃষ্টি।

■ সৌন্দর্যের উপলব্ধি আনন্দ যোগায় ঃ

সৌন্দর্য ধরা দেয় দৃষ্টিতে। সৌন্দর্যের উপলব্ধি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে মনে। আর এই অনুভব, আনন্দে হিলোলিত করে দেহ ও মন। অর্থাৎ, সৌন্দর্য উপভোগ করলে মনে আনন্দ আসে। বিষাদে ছেয়ে থাকা মন, ভালো না লাগা ক্ষণগুলো পেছনে ঠেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি আকাশ থেকে জোসনার ঝরে ঝরে পড়া, তখন মন প্রফুল হতে বাধ্য। অবশ্য, স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকলে বিপরীত ফলও ঘটতে পারে। তখন মুগ্ধতার বদলে হারানোর বেদনাই মূখ্য হয়ে উঠতে পারে। তবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে।

■ সৌন্দর্য–আত্মার সাথে বস্তুর সেতু ঃ

আত্মার কাজ নাকি আত্মীয়তা করা। কিন্তু আত্মা আবার সৌন্দর্যের ফেরিওয়ালা। বস্তুর সৌন্দর্য আত্মাকে টানে বলে আত্মার নিকটবর্তী হয় বস্তু। বস্তুর নান্দনিকতা অন্তরে ঠাঁই করে নেয়। এভাবে জগৎ সংসারের যাবতীয় বস্তুর সাথে আত্মার সেতু বন্ধন গড়ে তুলেছে সৌন্দর্য। অন্তরের সৌন্দর্যকে বস্তুর সৌন্দর্য আরো শানিত করে।

■ নান্দনিকতা–প্রয়োজন নয়, বিলাস ঃ

নান্দনিকতা তথা সৌন্দর্যবোধ প্রয়োজন অভিমূখী নয়, অনেকটা বিলাসের পর্যায়ে পড়ে। ক্ষুধাতৃষ্ণা মানুষকে কাছে টানে, একইভাবে সৌন্দর্যও। কিন্তু জৈবিক এসব চাহিদা টানে

প্রয়োজনে, জীবনের তাগিদে। অন্যদিকে, সৌন্দর্য হলো আত্মিক চাহিদা। এটি না মিটলে জীবন থেমে যাবে না, বড়জোর এলোমেলো হতে পারে। সৌন্দর্য উপলব্ধি বিলাস হলেও বিলাস দ্রব্যের মতো ব্যয়বহুল নয়। আত্মার সুখ আর অন্তরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিনে খরচায়ও সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ পর্যন্ত নান্দনিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা কেবল সৌন্দর্যের ইতিবাচক দিকগুলো দেখেছি। তবে, সৌন্দর্যের নেতিবাচক দিক যেমন আছে তেমনি ব্যবহারও। রাসকিন বলেছেন, *জগতের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলোই সবচেয়ে অকেজো, যেমন–ময়ূর ও কুমুদ*। আশাবাদীরা এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হতে পারেন সত্য, এটাও সত্য যে এ যুক্তি একেবারে ফেলনা নয়। ময়ূর ও পদ্ম তেমন কোনো কাজে না আসলেও আত্মার খোরাক জোগাতে যে অতুলনীয় তা বলাই বাহুল্য।

নান্দনিকতার অপব্যবহারের নানা দৃষ্টান্তও আমরা দেখতে পাই। সামরিক শাসকরা তাদের অপকর্ম ঢাকতে প্রায়ই নন্দনতত্ত্বের চর্চা করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আমরা কবিতা লিখতে দেখেছি, দেখেছি গান রচনা করতে। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের ভেতর আসন পাতার চেষ্টা করেছেন।

সৌন্দর্য বোঝার জন্য রুচির প্রয়োজন। বোধ ও আত্মার শুদ্ধতা দরকার। এগুলো না থাকলে সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না, বরং নানা বিকৃতি ভর করে। সৌন্দর্য উপলব্ধির ফল যদি আনন্দ লাভ ও পরিতৃপ্তি হয়, তাহলে ভাবনার বিষয় আছে বৈকি। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর সদস্যরা ধর্ষণের পর নারী দেহের নানা অঙ্গ কেটে উলাস করেছে, আনন্দ ও মজা লুটেছে। এ সবও তবে কি সৌন্দর্য উপলব্ধি? না, এগুলো আত্মার বিকৃতির চরম বহি:প্রকাশ।

কাজেই, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিকৃতি বা ছলনা নয়, সৌন্দর্যের মূলে প্রোথিত আছে সত্য। সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী এবং সময়ের সাথে সাথে সৌন্দর্যবোধ বদলে গেলেও যে সুন্দরের সাথে সত্য মিশে আছে তা স্থায়ী হতে বাধ্য। পরিশেষে, আনাতোল ফ্রাঁসের একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে–'আমাকে যদি সত্য ও সুন্দরের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয় আমি কোনো দ্বিধা করবো না, আমি সুন্দরকে বরণ করে নেব এই দৃঢ় প্রত্যয়ে যে সুন্দরের মধ্যেই রয়েছে এমন সত্য যা স্বয়ং সত্যের চেয়ে মহত্তর ও গভীরতর'।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, পঃ মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম